অন্য রকম কষ্ট

মাসুদা সুলতানা রুমী

অন্য রকম কষ্ট

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ

www.pathagar.com

অন্য রকম কষ্ট

মাসুদা সুলতানা রুমী

মমমা প্রকাশনী
বদলগাছী, নওগাঁ
০১৭১৫২৪৯৯৮৬

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর - ২০১৩
অগ্রহায়ণ - ১৪২০
মহররম - ১৪৩৫

গ্রন্থস্বত্ত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : এম. এ আকাশ

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ২৫.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

- তাসনিয়া বই বিতান ♦ প্রফেসর বুক কর্ণার ♦ প্রীতি প্রকাশন প্রফেসর পাবলিকেশন ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
- ঢাকা বুক কর্ণার ♦ মহানগর প্রকাশনী ♦ তামান্না পাবলিকেশন ৪৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা
- আহসান পাবলিকেশন, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
- আহসান পাবলিকেশন, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
- আজাদ বুকস ও তাজ লাইব্রেরী, আন্দরকেল্লা, চট্টগ্রাম
- রিম ঝিম প্রকাশনী, ৪২ বাংলা বাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

এই পুস্তিকার লেখাগুলো বলতে গেলে সবটুকু একান্তই আমার নিজের কথা। ইচ্ছে হয় জীবনের সব কথাগুলো লিখে রেখে যাই। তা না হলে তো সব হারিয়ে যাবে। ডুবে যাবে সময় সমুদ্রে। এমন একদিন আসবে যখন কেউ জানবেও না। মাসুদা সুলতানা রুমী। নামে কেউ একজন ছিল। আমর জীবনের এই চোট ছোট ঘটনা ছোট ছোট কথাগুলো বইয়ের কালো কালো অক্ষরের মধ্যে বেঁধে রেখে গেলাম। যতদিন পরে যে-ই পড়বেন, আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। আমার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা যেন আমাকে কবুল করেন। আমীন।

মাসুদা সুলতানা রুমী
বদলগাছী, নওগাঁ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- অন্য রকম কষ্ট ০৫
- আমার নয়নের বিয়ে ০৯
- নাজাতের অসিলা ১১
- একজন পরোপকারী মানুষ কবি আব্দুল হালীম খাঁ ১৫
- কবির বিবাহ ১৯
- সব কিছু স্বপ্ন মনে হয় ২৬

www.pathagar.com

অন্য রকম কষ্ট

এই পৃথিবীর আলোতে চোখ মেলেছি ১৯৬০ সালের ৮ই এপ্রিল, বাংলা ১৩৬৬ সালের ২৫ শ' চৈত্র, ২৮ শে রমজান। দ্বিপ্রহরের ঝলমলে আলোতে। এক কিশোরী মায়ের গর্ভে।

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যার দুঃশ্চিন্তা ছিল একটাই "সন্তান হওয়ার পর তেতুল আর চালতা খাওয়া যাবে না– দীর্ঘদিন পর্যন্ত। মাস তিনেক আগে চাচাত বোনের বাচ্চা হয়েছে। তাকে এখনও তেতুল খেতে দেওয়া হচ্ছে না...!

সেদিন সকাল থেকেই শরীরটা ভালো লাগছিল না। দাদীর সাথে ফজরের নামাজ পড়ে আবার শুয়ে থাকে কিশোরী। তীক্ষ্ণ একটা ব্যাথায় লাফ দিয়ে উঠে বসে। বুকের মধ্যে ধরাস করে ওঠে। কি ব্যাপার বাচ্চা হওয়ার ব্যাথা নাকি? সর্বনাশ! তাহলে তো আর তেতুলের চাটনি খাওয়া যাবে না। ব্যাথাটা থেমে যায়। একটা লাঠি নিয়ে উঠোনের পাশেই তেতুল গাছের নিচে আসে কিশোরী। চিকন চিকন তেতুল গাছ ভর্তি। লাঠি দিয়ে পাঁচ-ছয়টা তেতুল পারতেই আবার ব্যাথা। তেতুল গাছ জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ব্যাথ্যা কমতেই দৌড়ে আসে রান্না ঘরে। তেতুল টুকু শীল পাটায় থেতো করতে না করতেই ব্যাথাটা এতো তীব্র বেগে আসে, কিশোরী একেবারে কুকড়ে যায় যেন।

পাশে বসে রান্না করছিলেন মেয়েটির মা। দু'হতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "কি হইছে মা কি হইছে তোর? ব্যাথা উঠছে নাকি? কখন থেকে এমন হচ্ছে?

চোখে পানি এসে যায় কিশোরীর। মায়ের বুকের সাথে মিশে থাকে। ব্যাথাটা আবার কমে গেছে। বলে 'সকাল থেকে'। মা চিৎকার করে ওঠেন। "কি সর্বনাশ! একি পাগল মেয়ে। এই তেতুল খাওয়ার জন্য ব্যাথার কথা গোপন রেখেছিস?" তাড়াতাড়ি শাশুরিকে ডাকতে থাকেন "ও আম্মা-আম্মা শিগ্‌গির আসেন। মেয়েটির দাদী অন্য ঘরে ছিলেন। দৌড়ে আসেন," কি হইছে বউ মা কি হইছে...?"

"ও আম্মা খুকির তো ব্যাথা উঠছে।" দাদী এসে খুকিকে ধরতেই মা তাড়াতাড়ি চানি তৈরি করতে বসেন। নাতনীকে ধরে শোবার ঘরে নিতে নিতে দাদী মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : "তা তুমি এখন ওসব কি করছ?"

ঃ "সে কথা আর কি বলব আম্মা আপনার নাতনী- এই তেতুলের চাটনী খাওয়ার জন্য সকালে ব্যাথা উঠেছে এখনও কাউকে বলে নি?"

www.pathagar.com

মেয়েটি তখন ব্যাথায় অস্থির। মা একটু চাটনি এনে মেয়ের মুখে তুলে দিতে দিতে বল্লেন "খা-মা একটু খা।" মেয়েটির সাড়া শরীর ঘামে ভিজে একাকার।

ঃ 'না মা খাব না...।'

দাদী একটু চাটনী হাতে তুলে নিয়ে মেয়েটির মুখে তুলে দিয়ে বল্লেন "একটু খা বোন, না হলে বাচ্চার মুখ দিয়ে লালা ঝরবে।"

কিশোরী এইবার দাদীকে জড়িয়ে ধরে বলল : 'দাদী আমি মনে হয় মরে যাব....।"

ঃ "না দাদা এই তো একটু পরেই তুমি সুস্থ হয়ে যাবা।"

কষ্টের প্রচণ্ডতায় 'কিশোরী মা' সেন্স হারিয়ে ফেলে। প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে কিশোরীর হুশ হয়। ততক্ষণে তার শিশু কন্যাটি তার দাদীর কোলে শুয়ে চুক চুক করে মধুখাচ্ছে আর মিট মিট করে তাকাচ্ছে। দাদী শিশুটিকে কিশোরীর পাশে শুইয়ে দিতে দিতে বলেন "এই দ্যাখ কি সুন্দর এক রাজ কন্যা তোমার।"

মুহূর্তে কিশোরী আর কিশোরী থাকে না, সে পরিপূর্ণ এক মা হয়ে যায়। শিশু কন্যাটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। মেয়েটির মা আর দাদী অবাক হ'ন। মা বলেন, 'কি খুকি কাঁদছিস ক্যান? মেয়ে হয়েছে, তাই?

খুকি কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, 'না মা আমি কাঁদছি আমার ময়েটির কষ্টের কথা ভেবে। যে কষ্ট আমি পেলাম, আমার মেয়েটাও এই কষ্ট পাবে। সেই কষ্টের হাত থেকে ওকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই মা....।"

খুকির মা অবক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ক্রন্দনরতা খুকির দিকে। দাদী বললেন : "মা হতে গেলে এই কষ্ট পাওয়াই লাগবে বোন। বিনা কষ্টে কি মা হওয়া যায়?

সে পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আমার সেই বড় মা– মানে মায়ের দাদী আজ বেঁচে নেই। নানীও তেমন চলা ফেরা করতে পারেন না। আর আমার সেই কিশোরী মা? আমি আর মা তো প্রায় সমবয়সী হয়ে গেছি।

আমার মায়ের ভাগ্য ভালো। তার পূর্ণ মাতৃত্ব। পুত্র কন্যা উভয়ের জননী তিনি। আমরা আট ভাই বোন। আমি আমার মায়ের প্রথম সন্তান। আমি মা হলাম বিশ বছর বয়সে। সে বয়সেই মা হইনা কেন কষ্টের তীব্রতা কম হয় নি। বিশ বছর আগে সন্তানের সে কষ্টের কথা ভেবে আমার মা কেঁদেছিলেন, সেই কষ্টে সন্তানকে ছটফট করতে দেখে আমার মা আবার কাঁদলেন। বললেন– 'মারে তোর জন্মের পর পরই তোর এই যন্ত্রনার কথা ভেবে আমি কাঁদছিলাম...।"

আর আমিও সেই দিন আমার কিশোরী মায়ের সেই কষ্টের কথা উপলব্ধি

www.pathagar.com

করেছিলাম। সে কষ্টের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার মা আরও সাতবার এই যন্ত্রনার নদী পাড়ী দিয়েছেন।

তবে সন্তান কোলে নেওয়ার পর যে কষ্টের অনুভূতি আমার মাকে পীড়া দিয়েছিল– সেই পীড়া আমার নেই। কারণ আমার কন্যা সন্তান নেই। চারটি পুত্র সন্তান। অতএব আমার সন্তান তো আমার মতো কষ্ট পাবে না।

কিন্তু ইদানিং একটা কষ্ট যখন তখন বুকের মধ্যে কাটার মতো বেঁধে। মনে হয় মাতৃত্বের পরিপূর্ণ স্বাদ আমি পেলাম না। অর্ধেক মাতৃত্ব আমার।

মাঝে মধ্যে মেয়ে নেই বলে মন খারাপ করলে আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষিরা বলতেন " মেয়ে নেই তো কি হয়েছে? তোমার চারটা ছেলে চারটা মেয়ে পেয়ে যাবা।" তখন মনে হতো তাই ভালো ঝামেলা ঝুঁকি নেই রেডিমেট চারটি মেয়ে...।"

আমার বড় মেয়েটি এসেছে। হ্যাঁ প্রথম সন্তানকে বিয়ে করিয়েছি। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে আমার পুত্রবধু বলল 'জানেন মা আগে আব্বু আম্মু একটু বকা দিলে ভাবতাম। থামো বিয়ে শুধু হোক। চলে যাবো আর এখানে আসব না। আর এখন না তিন চারদিন পার হলেই মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য অস্থির লাগে...।" চমকে উঠলাম। তাই তো; আমার ওতো এমন লাগতো!

১৯৭৯ সাল। ঝিনাইদহ থাকি। সকাল দশটা পার হয়ে গেছে। 'নূর' অফিসে চলে যেতেই রান্নার আয়োজনে বসেছি। কেরোসিনের চুলায় রাঁধতাম। চাল ধুয়ে চুলা কেবল ধরিয়েছি। অফিস থেকে নূর চলে এসেছে বাসায়। বললাম 'কি ব্যাপার?'

ঃ 'আজ সিনিয়র মন্ত্রী মশিয়ুর রহমান যাদু মিয়া ইন্তেকাল করেছেন। তাই সরকারের তাৎক্ষণিক ঘোষণা সব অফিস আদালত বন্ধ আজ ছুটি। "বলে নূর শুয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর একটা মোটা তোয়ালে বিছালাম। চালের পানি ঝড়ায় চালগুলো তোয়ালের উপর ছড়ায়ে দিতে লাগলাম। নূর অবাক হয়ে বলল– "ও কি? কি কর?"

খুশীতে আটখানা হয়ে বল্লাম, "এখন যশোর যাব।"

ঃ 'এখন?' অবাক কণ্ঠস্বর নূরের।

ঃ "হ্যাঁ এখন। হঠাৎ ছুটি হঠাৎ যাওয়া। দারুন না? অথচ কাল সকালেই যশোর থেকে এসেছি। পুত্রবধুকে বললাম : 'মায়ের কাছে যেতে চাও? যাও।'

সত্যি বলছি, 'আমার জন্ম না নেওয়া কন্যাটির অভাব আমি ভীষণভাবে উপলব্ধি করলাম। এই যে আমার পুত্রবধু, মা বাবার কাছ থেকে একটু দূরে আছে তাই

www.pathagar.com

তার মা বাবার কাছে যাওয়ার জন্য মনের ভেতর এক ধরনের তাগিদ অনুভব করছে। যেতে না পারলে কষ্ট হবে। আমার ও হতো। আমি বিষয়টা খুব বুঝি। এ এক ধরনের প্রেম। যে প্রেম শুধু মা বাবার জন্য মেয়েদের হৃদয়েই সৃষ্টি হয়।

আল্লাহর এত বড় পৃথিবী। আর তাতে লক্ষ কোটি মানুষ। অথচ আমার জন্য কারো হৃদয়ে সেই প্রেম সৃষ্টি হবে না। আমার সাথে দেখা করতে কেউ অস্থির হয়ে ছুটে আসবে না....। এ এক অন্য রকম কষ্ট। যা হয়ত কাউকে কোনো দিন বোঝাতেও পারব না।

আমি যেদিন সন্তানের মা হই, সেই দিন বার বার মনে হয়েছে। "আহা-রে আমার মা কতো কষ্টই না করেছে আমার জন্য। যখন অসুস্থ ছেলের জন্য নির্ঘুম রাত পার করেছি তখনই মনে হয়েছে– আহা-রে এই ভাবে কষ্ট করেছে আমার মা.....।"

পৌষ মাঘের প্রচণ্ড শীতে যখন কোমর পর্যন্ত ধুয়ে নামাজ পড়তে হতো, তখনই মায়ের কথা মনে পড়ত। যখন চৈত্র বৈশাখ মাসের দুপুর বেলা রাতে ঘুমাতে না পারা চোখ দু'টি ঘুমে ভেঙ্গে আসত অথচ বাচ্চাদের জন্য ঘুমাতে পারতাম না তখনই মনে হতো আহা-রে আমার মা। কতো না ঘুমানো কষ্ট করেছেন।

একথাও সত্য বড় মেয়ে হওয়ার কারণে একটু বুঝতে শিখেই সাংসারিক কাজে মাকে অনেক সাহায্য সহযোগীতা করেছি। ছোট ছোট ভাই-বোনদের কোলে নিয়েছি। মায়ের জন্য অন্তরে সব সময় একটা দরদ কাজ করত।

আমার জন্য আমার সন্তানদের অন্তরে সেই দরদ কাজ করবে না। কারণ এই দরদটা কাজ করে শুধু মেয়েদের মধ্যে। ছেলেরা কোনো দিনই তা বুঝবে না। কি করে বুঝবে? ভুক্ত ভোগী না হলে কি বোঝা যায়? বোঝা যায় না।

কি যাত না বিষে?
বুঝিবে সে কিসে?
কভু আশীবিষে–
দংশেনি যারে!

ছেলেরা যে বুঝবে না এই কথা মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা জানেন, তাই কথাটা তিনি তুলে ধরেছেন আল কুরআনে। যাতে ছেলেরা বিষয়টা বোঝে, 'তার মা তাকে কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহ্য করেই প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস ...। (সূরা আহকাফ, ১৫) আবার বলেছেন : আবার বলেছেন. "...পিতা মাতার

www.pathagar.com

সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদেরকে কখনও 'উহ্' শব্দটিও উচ্চারণ করবে না এভং তাদেরকে ধমক দিবে না। বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ও নরম ভাষায় কথা বলবে। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে :

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" (সূরা বনী ইসরাইল, ২৩-২৪)

আমার নয়নের বিয়ে

আজ ১১-০৮-২০০৯ ইং তারিখে আমার নয়নে বিয়ে। নয়ন আমার প্রথম সন্তান, আমার নারী জনমের পূর্ণতা। আমার মাতৃত্বের প্রথম প্রকাশ।

নয়নই আমাকে জীবনের ক্ষুদ্র এক গণ্ডি থেকে এই বৃহত্তর জগতে নিয়ে এসেছিল। আমাকে নতুন একটা পরিচয় দিয়েছিল। যেনো ছোট ছোট দু'টি হাতের ধাক্কায় খুলে দিয়েছিল বৃহৎ দরজার দু'টি পাল্লা। আর সেই দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছিলাম আমার অনন্ত পৃথিবীকে। আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমার সঠিক অবস্থান। পৃথিবীতে এসেছিলাম এক পুরুষের কন্যা হয়ে। ঠিকানা বদল করে হয়েছিলাম অন্য এক পুরুষের জায়া- আর নয়নই আমাকে পৌঁছে দিয়েছে আমার মানজিলে মাকসুদে। আমি পুরুষের জননী হয়েছি। নয়নের বয়সের কাউকে দেখলে এখন আর তাকে পুরুষ মানুষ মনে হয় না– মনে হয় সন্তান, মনে হয় আমার নয়নের মতো...।

আজ আমার সেই নয়নের বিয়ে। ও যেনো ওর পৌরষদীপ্ত বলিষ্ঠ হাতের ধাক্কায় খুলে দিল আর একটি দরজা। সে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল অনিন্দ সুন্দর একখানি মুখ। আমার পুত্রবধূ। আমাকে যখন সে সুমিষ্ট নারী কণ্ঠে 'মা' বলে ডাকল। আমি অভিভুত হয়ে গেলাম। এ এক অন্যরকম অনুভূতি, অন্য রকম ভালোলাগা। আমার পৃথিবীর পরিধি আরও বড় হয়ে গেলো। আরও ভালো ভালো বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষিদের সমাবেশ ঘটল আমার জীবনে।

আমি পায়জামা, পাঞ্জাবী আর শেরোয়ানী পাগরী নার্গিস খালাম্মা আর খালুজানের হাতে দিয়ে বল্লাম "খালুজান আমার আব্বার দায়িত্বটা আপনি পালন করেন– আমার নয়নকে সাজিয়ে দেন....।" বুক তোলপার করে আমার তখন কান্না আসছিল। ঘরভর্তী লোকজন। নিজেকে সামলানোর জন্য আমি একটু সরে যাই। আব্বার অভাবটা তীব্রভাবে অনুভব করি।

www.pathagar.com

শেরোয়ানী আর পাগরী পরে নয়ন যখন আমার সামনে আসল। আমি সম্মোহিত নারীর মতো তকিয়ে ছিলাম নয়নের দিকে। একি অপরূপ...। যেনো কোন অচীন দেশের রাজ কুমার! আমার মা বলে উঠলেন। "এতো দেখছি- 'টিপু সুলতান।'

আমার চারটি পুত্র সন্তান কন্যা সন্তান নেই। মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়। মনে হয় মাতৃত্বের পরিপূর্ণতা নেই আমার। তখনই মনে পরে মহান আল্লাহর বাণী। "আমি কাউকে পুত্র সন্তান দান করি, কাউকে কন্যা সন্তান। কাউকে পুত্র কন্যা উভয়ই দেই- কাউকে কিছুই দেই না।"

অর্থাৎ আমাকে কন্যা সন্তান না দেওয়াটা আল্লাহর ইচ্ছা। পুত্র সন্তানের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আমার। মুহূর্তে মনটা ভালো হয়ে যায়।

পরিবার গঠনের কি চমৎকার পদ্ধতি আল্লাহ পাকের। যাকে যে কয়টি পুত্র দেওয়া হয়েছে তাকে সেই কয়টি কন্যা বেছে নেওয়ার এবং যাকে যে কয়টি কন্যা দেওয়া হয়েছে তাকে সেই কয়টি পুত্র বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আর এই খুঁজে নেওয়া পুত্র কন্যারা গর্ভের পুত্র কন্যাদের মতোই মাহরুম। অতি আপনজন। পরিবারের সদস্য। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ওয়ারিশ। আল্লাহ সুবহানাল্লা তায়ালা দয়া করে ইচ্ছা করে যে কয়টি সন্তান আমাদের গর্ভে দান করেছেন সেগুলো বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন নি। কালো, ফরসা, বেটে, লম্বা, এমনকি কানা খোঁড়া হলেও করার কিছুই নেই। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো খুঁজে নেওয়া এ পুত্র কন্যা কয়টি আমরা একাধিক জায়গা থেকে দেখে শুনে, পছন্দ করে নিতে পারি। কি সুন্দর পদ্ধতি। আর এই সিস্টেমেই আমার পরিবার থেকে পর্যায়ক্রমে আরও চারটি পরিবার সৃষ্টি হবে ইনশাল্লাহ। আমার নয়ন আর আমার খুঁজে পাওয়া কন্যাটি (তন্বী) সেই নতুন পথের অগ্রপথিক।

মহান মালিকের নিকট আমার আকুল প্রার্থনা- প্রভু আমার নয়ন আর তন্বীকে একটি সুন্দর ও সুখী পরিবার গঠন করার তৌফিক দাও। তাদের তোমার মনোনিত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। ওদের ক্রটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দাও। ওদের এবং ওদের সন্তানদের আমার চক্ষু শীতলকারী বনিয়ে দাও। সম্পদ ও সম্মানে দুনিয়া ও আখেরাতে ওদের সমৃদ্ধ করে দাও। মায়ের প্রাণের এই প্রার্থনা তুমি কবুল করো প্রভু!

আজ আমার নয়নের বিয়ে। সংসারের পথে ওর প্রথম পদক্ষেপ। প্রভু এই পথ বড়ই জটিল বড়ই কুটিল। ওকে তুমি সাহায্য করো প্রভু। আমীন সুম্মা আমীন।

www.pathagar.com

নাজাতের অসিলা

রোজা শুরু হওয়র আগেই নওগাঁ যেতে হবে। 'নূর' একাই আছেন ওখানে। এই আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিযে যন্ত্রনায় আছি? ওখানকার থানা সভাপতি যখন তখন আমাদের বাড়ি দখলে নিতে চায়। বাড়িতে বাউন্ডারী ওয়াল করতে দেবে না। কতো কষ্ট আর পুলিশি ঝামেলা ঝুঁকি বরদাশত করে যে ওয়ালটা দিলাম তা বলতে গেলে সাত দিনেও ফুরাবে না।

যা হোক শুভাকাঙ্ক্ষিদের পরামর্শ বাড়ি খালি রাখা যাবে না' খালি বাড়ি ছিল বলেই নাকি সভাপতি সাহেবের নজর পড়েছিল বাড়ির ওপর। সেই থেকে ছেলে পেলে সব ঢাকায় থাকলেও কখনও আমি একা নওগাঁ থাকি। কখোনো নূর একা থাকেন। কখোনো আমরা দুজনেই থাকি।

রোজার মধ্যে একা একা থাকা সত্যি সমস্যা তাই দু'জন মিলেই নওগাঁ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঈদ করব ঢাকায় এসে। অতএব পুরা একমাশ ঢাকায় থাকব না। তাই জামাই মেয়ের সাথে দেখা করে যাওয়া উচিত। (সাবেক আমীরে জামায়াত এবং তার সম্মানিত্য স্ত্রী) সকাল দশটার দিকে ফোন দিলাম জামাইয়ের কাছে। ফোন ধরল গৃহ-পরিচারিকা কোরেশা। ফোনটা সব সময় কোরেশাই আগে ধরে। কোরেশার সালামের উত্তর দিয়ে বল্লাম !আমার মেয়েকে দাও।"

"নানু আপনার মেয়ে তো বাসায় নেই। হাসপাতালে গেছে থ্যারাপি দিতে। আপনার জামাইয়ের সাথে কথা বলেন।"

বল্লাম 'দাও।'

আমার জামাই অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব। সাবেক আমীরে জামায়াত 'হ্যালো' বলতেই বল্লাম, আসসালামু আলাইকুম। 'কেমন আছেন জামাই আব্বা?'

ঃ "আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তুমি কেমন আছ।"

ঃ আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজ বিকেলে আপনার বাসায় আসছি।"

ঃ আচ্ছা আসো।

আবার সালাম বিনিময় করে ফোন রেখে দিলাম। বিকেলে সাড়ে চারটার সময় মগবাজার, কাজী অফিস লেনে সাবেক আমীরে জামায়াতের বাসায় পৌঁছরাম। কলিং বেল চাপ দিতেই কোরেশা এসে দরজা খুলে দিয়ে আমাকে দেখেই হাসি মুখে "খালাম্মা আপনার মা আসছে" বলতে বরতে ভেতরে চলে গেল। আমি আমার মেয়ে জামাইয়ের বেড রুমের সামনে যেয়ে সালাম দিতেই আমার

www.pathagar.com

জামাই, মোহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম ইসলামি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষটি অনাবিল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আমার সালামের জবাব দিলেন একটা চেয়ার দেখায়ে দিয়ে বল্লেন 'বস'।

আমার মেয়ে মোহতারেমা আফিফা বেগম শুয়ে শুয়ে পেপার পড়ছিলেন। ওঠে বসলেন। আমি অতি আপন জনের মতো তার গা ঘেসে দাঁড়ালাম। পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে বল্লাম "কেমন আছেন আম্মা?"

ঃ ভালোই আছি। পায়ের গিড়ার ব্যাথাটা বেশি হয়েছে তাই থ্যারাপি দিতে গেছিলাম সকালে। এখন ভালোই লাগছে। তুমি ভালো আছো তো? ছেলে বউ সব ভালো?

ঃ "জী আলহামদুলিল্লাহ। সবাই ভালো আছি।

এক ভদ্রমহিলা দরজার সামনে এসে সালাম দিলেন। আফিফা বেগম তার সালামের উত্তর দিয়ে বল্লেন "আর কে কে এসেছে?"

ঃ "মাত্র একজন এসেছে।"

ঃ "নাঈমা আসে নি?"

ঃ "না"

ঃ "যাও তুমি ড্রয়িং রুমে বস। নাঈম কে আসার জন্য ফোন দাও। আমি আসছি। বলে আমাকে বল্লেন–

"আজ বৈঠক আছে আমাদের বাসা! এই বিল্ডিয়েরই সবাই। দেশের এই পরিস্থিতির জন্য। বৈঠক আগের মতো হয় না। ভয়ে অনেকে আসতে চায় না। তুমি কিছু বলবা এদের উদ্দেশ্যে।"

ইতোমধ্যে সাবেক আমীরে জামায়াত অজু করে পাঞ্জাবী লুঙ্গি বদল করে মসজিদে যাওয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছেন। পাঞ্জাবী, টুপি কারো কাছেই কিছু চাইলেন না। আলমিরা খুল্লেন। পাঞ্জাবী টুপি বের করলেন টেবিলের উপর ধোয়া ইস্ত্রি করা কিছু কাপড়-চোপড় ছিল তা সুন্দর করে গুছিয়ে আলমিরাতে রাখলেন। খুব অবাক হলাম। তার নিজের কাজটুকু তিনি নিজেই করেন দেখে। আমার জামা কই, টুপি কই বলে কাউকে বিরক্ত করলেন না।

আমাদের অধিকাংশ পরিবারেই এটা একটা বড় সমস্যা। সার্ট প্যান্ট, পাঞ্জাবী, লুঙ্গি, টুপি, স্যান্ডেল, জুতা, এসব গুছিয়ে রাখা তো দূরে থাকুক চোখের সামনে থাকলেও কর্তারা তা খুঁজে পান না। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হতে দেখেছি।

এক স্বনাম ধন্য ডাক্তারের বাসয় বেড়াতে গিয়েছিলাম ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী, ভদ্র

www.pathagar.com

মহিলা এতো গোছানো যে বাসাটা গুছিয়ে একেবারে ছবির মতো করে রাখেন। এমনি বিকেল বেলাতেই তার বাসায় গিয়েছিলাম। ডাঃ সাহেব আসর নামাজে যাবেন। তার প্রস্তুতি....

"ঘুমিয়ে ছিলাম ডাকবা না? কি যে কর না ঘরে বসে বসে? শিগ্রী আমার পায়জামা পাঞ্জাবী দাও, টুপিটা কই? পায়জামা এটা দিলা কেন? অন্যটা দাও। উ: এতো দেরী লাগে? টুপি দাও– এটা কেন? নতুন টুপিটা দাও। স্যান্ডেল কই গেলো। এখানেই তো রাখলাম। উ: কোনো জিনিস সময় মতো পাই না। তুমি না– তুমি একটা সংসার করার অযোগ্য মিহলা।" বলে টুপি ছাড়াই চলে গেলেন ডাক্তার সাব। তার চলে যাওয়র একটু পরেই টুপিটা পাওয়া গেলো- গেটের পাশেই খেলার জন্য গাছের সাথে বাচ্চাদের দোলনা বাঁধা হয়েছে। সেই দোলনার উপর। জোহর নামাজ পড়ে এসে ডাক্তার সাব এখানে বসেছিলেন– তখন খুলে রেখেছেন নিশ্চয়ই। এমনি আরো অনেক পরিবারেই এই অশান্তিটা আমি দেখেছি।

আর এই নব্বই বছর ছুঁই ছুঁই আমার প্রিয় মানুষটি কতো সহজে নিজের কাজটুকু নিজে করলেন। যা হোক কাজ শেষ করে টেবিলের কাছে এলেন। টেবিলের উপর বড় বড় কয়েকটি পেয়ারা। তার মধ্যে দু'টি পেয়ারা একই বোটায়। সেই দু'টি আমার সামনে তুলে ধরে বল্লেন,

"আজই গাছ থেকে পারলাম। এই দু'টি তোমার জন্য।"

আমি দু'হাত পেতে পেয়ারা দু'টি নিলাম। আমার নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বেড়িয়ে গেলেন মসজিদের উদ্দেশ্যে।

সাততলা বিল্ডিংয়ের ছাদের উপর তার চমৎকার একটি বাগান আছে। আম, পেয়ারা, কুল (বরই) গাছের সাথে বিভিন্ন ফুল গাছ ও আছে সেই সাথে মরিচ গাছ পুঁইশাক গাছও।

বেশ কয়েক মাস আগের কথা। (আমি তো প্রত্যেক মাসেই একবার আসি) আমার ছোট বোন মাহমুদা সুলতানাকে নিয়ে এসেছিলাম। এমনি আসর নামাজে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে নিজ হাতে ফ্রিজ খুলে কতোগুলো বেলী ফুল বের করে আমার হাতে দিলেন। আমি দুই হাতে ফুলগুলো নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। আমি একবার ফুলের দিকে একবার আমার নেতার দিকে তাকালাম। আমার নেতার হাস্যোজ্জ্বল মুখ আর সদ্য ফোটা বেলী ফুল কে বেশি শুভ্র আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আফিফা বেগমের বয়সও প্রায় আশি বছর অথচ কি যে শুভ্র সুন্দর তার গায়ের রঙ। বৃদ্ধকালিন কোনো মলিনতা যেন তাদের স্পর্শ করতে পারে নি।

www.pathagar.com

মাস খানেক আগে যখন এসেছিলাম তখন বেশি দুর্বল মনে হয়েছিল। এবার একটু ভালো লাগছে।

আসর নামাজ আদায় করে বৈঠকে বসলাম। পাঁচ-ছয় জনের বৈঠক। এর মধ্যে তিনজন আবার আজকেই আমাকে প্রথম দেখলেন। খুব খুশি হলেন তারা। ফোন নাম্বার নিলেন। আমার বই পড়ে আমাকে দেখার নাকি খুব ইচ্ছা ছিল তাদের। বৈঠকে সামান্য আলোচনা করার পর সবার কাছে অনুমতি নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। নিচে গাড়ি অপেক্ষা করছে। সি.এন.জি কিংবা টেক্সিক্যাব পাওয়া যে কি সমসা– শ্যামলী থেকে আসার সময় কেউ মগবাজার আসবে না আবার মগবাজার থেকে যাওয়ার সময় কেউ শ্যামলী যাবে না। কি করা উপায়ন্তর না দেখে, মোহতারাম মকবুল আহমদ ভাইকে ফোনে বলেছিলাম কথাটা। তিনি একটা সি.এন.জি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মগবাজার আসলে মাঝে মাঝেই এই ব্যবস্থাটা তিনি আমার জন্য করেন। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম যাজা দান করুন।

সাড়ে পাঁচটার বেশি বাজে। জামাই ততক্ষণে মসজিদ থেকে চেম্বারে এসেছেন। আমিও চেম্বারে গেলাম সালাম দিয়ে তার সামনে শোফায় বসলাম। বল্লাম 'জামাই আব্বা, এই যে আমাদের নেতাদের ধরে সরকার সবাইকে জেলে ঢুকালো। রিমান্ডে নিয়ে কতো ধরনের নির্যাতন করছে। আমরা কোনো আন্দোলন করছি না কেন?"

তিনি তার স্বভাব সুলভ হাসি মুখে বল্লেন, "আন্দোলন করছি না কে বল্ল? করছি তো। আইনি লড়াই আমরা কি লড়ছি না? আন্দোলন বলতে এ দেশে যা হয় তা কি করা উচিৎ? সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে যেয়ে সাধারণ জনগণের গাড়ী পোড়ানো, দোকান লুট ভাংচুর করা এসব কি আমাদের দ্বারা সম্ভব?"

যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস বলেছে একটি একটি কালো আইন। শুধু তাই নয় আইনটি সংশোধনের জন্য ১৭টা পয়েন্টে তাদের অবজারভেশন তুলে ধরে বাংলাদেশ সরকারের নিকট তাদের মতামত পাঠিয়ে দিয়েছে।

আসলে আল্লাহর ধৈর্য তো অত্যন্ত বেশি। তিনি ধৈর্যের সাথে ওদের বাড়াবাড়ি দেখছেন। আবার আমাদের ঈমানের পরীক্ষা করছেন আমরা জেল-জুলুম, বিপদ মুসিবত সব জেনে শুনেই তো এ পথে এসেছি– তাই না? জীবন মৃত্যুর ফায়সালা তো আল্লাহর হাতে। শাহাদাত যদি আমাদের নসীবে থাকে তাহলে হবে– এ নিয়ে কি ভয়ের কিছু আছে?

www.pathagar.com

আমি মন্ত্র মুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকলাম তার মুখের দিকে। তার কথা শুনে হৃদয় মন জুড়িয়ে গেল যেন। আর কি জ্যোতির্ময় মুখাবয়ব। একেই বলে বোধ হয় নূরানি চেহারা। যা আল্লাহর নেক বান্দাদের চোখে মুখে ছড়িয়ে থাকে।

দুঃখ হয়, মায়া হয় এসব হতভাগাদের জন্য, যারা বিনা কারণে এইসব নেক বান্দাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে। অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে। আবু জাহেল আবু লাহাবদের মতো এদের উপর অত্যাচার করে। আর আল্লাহর এইসব নেক বান্দারা সব সহ্য করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবীর জন্য।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া এই অতি সামান্য মাসুদা সুলতানা রুমীর সাথে এই বড় মাপের মানুষদের একটা সুসম্পর্ক করে দিয়েছেন।

আমি তোমার এই নেক বান্দাদের ভালোবাসী প্রভূ। খুব ভালোবাসী। এই ভালোবাসাই হয় যেন আমার নাজাতের অসিলা। আমীন। সুম্মা আমীন।

একজন পরোপকারী মানুষ কবি আবদুল হালীম খাঁ

"আমার বড় ভাসুরের মত মানুষ আপনি সারা দুনিয়া খুঁজে পাবেন না। এতো ধৈর্যশীল আর এত পরোপকারী মানুষ আমি জীবনে কোথাও দেখি নাই।" এই মন্তব্য কবি আব্দুল হালীম খাঁ" সম্পর্কে তার ছোট ভাই সিরাজ খান এর স্ত্রীর বল্লাম" যেমন পরোপকারী?

ভদ্র মহিলা বল্লেন "আপারে তার কাছে কেউ যদি কিছু চায়- পারত পক্ষে কাউকে তিনি খালি হাতে ফেরত দেন না। ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা সবার উপর কি যে ভালোবাসা ভাইজানের তা বলে শেষ করা যাবে না।"

তারপর কবি সম্পর্কে ভদ্রমহিলা যা শোনালেন তা সত্যি অবাক হয়ে শোনার মতো কাহিনী। কবি আবদুল হালীম খাঁ সাহেব বা তিন ভাই তিন বোন। বোনদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ দিন তিন ভাই একান্নবর্তী পরিবারেই ছিলেন। কবি এবং তার মেঝো ভাই আব্দুল কুদ্দুস বি.এ, পাশ। স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ছোট ভাই সিরাজ কৃষি কাজ করেন। সিরাজ খান যখন এইট/নাইনে পড়েন তখন খুব ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বাবা তার লেখা পড়া বন্ধ কর দের্ন।

www.pathagar.com

কারণ সব ছেলেরা চাকুরী করলে ঘর সংসার জমি জিরাত দেখা শোনা করবে কে? সেই ছোট বেলা থেকেই বাবার সাথে সংসারের হাল ধরেন সিরাজ খান।

পরবর্তীতে বাবা মারা যাওয়ার পর, দুই ভাই যখন শিক্ষকতা করেন তখন বড় ভাই কবি আব্দুল হালীম খাঁ বেতনের টাকা পেয়েই ছোট ভাই এর হাতে তুলে দিতেন। মেঝো ভাই চাকুরী পাওয়ার পর এক দিন তাকে ডেকে বল্লেন–

"কুদ্দুস তোমার বেতনের টাকা সিরাজের হাতে দিও।"

ঃ 'কেন?' বিস্মিত কণ্ঠস্বর মেঝো ভাই এর।

ঃ 'কেন মানে? বাবা ওর লেখা পড়া বন্ধ করে দিয়ে সংসারের দায়িত্ব দিয়েছে। নইলে ও তো তোর চেয়ে ভালো ছাত্র ছিলো। ও তো তোর আমার চেয়ে ভালো চাকুরী করতে পারতো। বাবা যখন ওকে সংসারের দায়িত্ব দিয়েছে সংসার চালানোর দায়িত্ব তো ওর। আমাদের বেতনের টাকা তো ওর হাতেই দেওয়া লাগবে এ তো সোজা হিসাব।"

সেই দিন থেকে বড় দুই ভাই বেতনের সব টাকা, ছোট ভাই-এর হাতে তুলে দিতো, নিজেদের প্রয়োজনে ছোট ভাই-এর কাছ থেকে তারা টাকা চেয়ে নিত। এই ভাবে দীর্ঘদিন চলার পর তিন ভাইয়ের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সংসার যখন অনেক বড় হয়ে গেলো– এক হাড়িতে রান্না করাই মুশকিল হয়ে গেলো তখন আপোষে তিন ভাই আলাদা হলেন। পুরানো বাড়ি ছেড়ে বড় ভাই একটু দূরে বাড়ি করলেন। ততদিনে বাবা মারা গেছেন। মা আছেন। বড় ভাই মিনতি করে ছোট দুই ভাইকে বল্লেন মা'য়ের ব্যাপারে তোমরা কিছু বলতে পারবে না। মা আমার সাথে থাকবে।"

কি আর করা, মা বড় ভাই-এর পরিবারে চলে এলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এখানেই ছিলেন।

মা কে যে কি পরিমাণ ভালোবাসত ভাইজান তা না দেখলে বোঝানো যাবে না।

আমরা মায়ের জন্য কিছু আনতে চাইলে ভাইজান আনতে দিত না। বলত তোমাদের বাড়ি থেকে আনা লাগবে ক্যান? এই বাড়ি কি তোমাদের না?

এখান থেকে নিয়েই মাকে দাও। প্রতিদিন বাজারে যাওয়ার সময় আগে এসে ভাইজান মাকে বলত 'মা তোমার জন্য কি আনবো?' আমরা তো তার ভাই-এর স্ত্রী অথচ আমাদের সাথে এমন আচরণ করে যেনো আমরা তার আপন ছোট বোন।"

www.pathagar.com

এরপর পরিচয় হলো তার এক দূর সম্পর্কের ভাই ঝি'র সাথে। বিভিন্ন কথা বলতে বলতে তার প্রসঙ্গ আসতেই খালেদা (তার ভাইঝি) বলে উঠল।" আমার বড় কাকার মতো ভালো মানুষ আমি কোথাও দেখিনি।"

আরো অনেকে তার সম্পর্কে আমাকে এই কথাগুলো বলেছে। প্রথম প্রথম অবাক হতাম কি করে একটা মানুষ অন্য মানুষের কাছে এতো ভালো হতে পারে?

এখন তো আমিই বলতে বাধ্য "কবি আব্দুল হালীম খাঁর" মতো মানুষ পৃথিবীতে আর বুঝি নেই। আর এতো ধৈর্যশীল! মা বাবার রাখা নামটা তার স্বার্থক।

১৯৪৪ সালের ১৭ জুলাই কবি আব্দুল হালীম খাঁ টাঙ্গাইল জিলার ভুঞাপুর তাণার বামনহাটা গ্রামের সম্ভ্রান্ত খাঁ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ফর্সা, সুন্দর চেহারা অপূর্ব নাক মুখের গঠন আর অসম্ভব দিপ্তমীয় চোখ দু'টি দেখে দাদা মোজাফফর আলী খাঁ মুগ্ধ হয়ে যান। নাতীর নাম রাখেন পান্না। মুজাফেফার আলী খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদূর আলী খাঁর প্রথম পুত্র সন্তানটি ছোট বেলায় মারা যাওয়াতে দাদা মুজাফফর আলী খাঁ প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। পান্নার জন্মতে তিনি যেন সাত রাজার ধন পান্নাই পেলেন। তার উপর তার হৃদয়কাড়া চেহারা আর হাসিতে দাদা অভিভুত হয়ে গেলেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি পান্নাকে কাছে কাছে রাখতেন। একটু বড় হতেই নিজের কাছে শোয়াতেন, সাথে নিয়ে খেতেন।

দাদা-ই একদিন কোলে করে চার/পাঁচ বছরের পান্নাকে বামনহাটা প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। বছর দুই এখানে যাওয়ার আসা করার পর তাকে ভর্তি করা হয় পাশের গ্রাম বাগবাড়ী প্রাইমারী স্কুলে এখান থেকে কৃতিত্বের সাথে পাশ করে পান্না। এইবার আব্বা ভর্তি করে দিয়ে এলেন ভূঞাপুর হাইস্কুলে। নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভূঞাপুর উচ্চবিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে ১৯৫৮-৬৯ সালে ভুর্তি হলেন হেম নগর উচ্চবিদ্যালয়ে। ১৯৬০ এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় থেকেই তিনি কৃতিত্বের সাথে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন।

তার লেখার প্রতিভা ধরা পড়ে প্রাইমারীতেই। তখন থেকেই পান্না ছন্দ মিলিয়ে ছোট ছোট ছড়া, কবিতা লিখতেন, সহপাঠিরা পড়ত, খুশি হতো, বাহবা দিত, মনে মনে খুব খুশি হতেন কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতেন না, ছোট বেলায় অসম্ভব লাজুক ছিলেন আর কথা বলতেন কম। (এখন ও তিনি খুব লাজুক আর মিত ভাষী।) শৈশবেই পরিচয় হয় বাংলার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর সাতে। চতুথ শ্রেণী থেকেই চুপি চুপি লিখতেন কবি।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ শ্রেণীতে যখন পড়েন তখন তো বেশ কিছু লেখা জমা হয়ে গেছে।

একদিন স্কুল পরিদর্শনে এলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ। সবাই ভয় আর শ্রদ্ধায় তাকিয়ে থাকল এই মহিরুহ'র দিকে। প্রতিটি ক্লাশে যেয়ে ছাত্রদের সাথে কথা বল্লেন তিনি। ষষ্ঠ শ্রেণীতে এসে জিজ্ঞেস করলেন। বড় হয়ে কে কি হতে চাও বলো তো?"

ছাত্ররা একে একে বলে যেতে লাগল, কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, ব্যারিস্টার, জজ আরও অনেক কিছু। ছোট পান্না উঠে দাঁড়ালেন, বুকে সাহস নিয়ে মুখে উচ্চারণ করলেন 'কবি হতে চাই।'

যেন চমকে উঠলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ। 'কবি হতে চাও?' মাথায় হাত রাখলেন ছোট কবির। তারপর বল্লেন 'কয়েকজন কবির নাম বলোতো।

পান্না বল্লেন "কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি ইব্রাহীম খাঁ।"

বিদায় নেওয়ার সময় অফিসে ডেকে পাঠান পান্নাকে। ছোট্ট পান্না ভয়ে ভয়েই হাজির হলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর কাছে।

ইব্রাহীম খাঁ সাহেব পান্নাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন তারপর কবি আবদুল আলীম খাঁর সাহিত্য কর্মের প্রথম স্বীকৃতি, প্রথম সম্মাননা, প্রথম পুরস্কারটি তার হাতে তুলে দিলেন। একটি সুদৃশ্য 'ফাউন্টেন পেন'। আর বল্লেন, এই কলমটি দিয়ে তুমি কবিতা লিখবে।

সেইদিন থেকেই কবি হিসেবে পান্নার নাম ছড়িয়ে পড়ল সহপাঠিদের কাছে। তবে ঐ পর্যন্তই। কোনো পত্র পত্রিকার পরিচয় ঐ গ্রাম্য পরিবেশে থেকে পান্না পান নি। স্কুলের লাইব্রেরী থেকে নিয়ে কিছু গল্প উপন্যাস ও কবিতা পড়তেন।

১৯৬০ সালের শেষের দিকে ভর্তি হন ভূঞাপুর কলেজে। তখন টাঙ্গাইল থেকে একটা পত্রিকা বের হতো 'পাক্ষিক হিতকরী' নামে। ভূঞাপুর কলেজের নামে সৌজন্য কপি আসত। গভীর মনোনিবেশে পান্না এই পত্রিকাটি পড়তেন। একদিন এই পত্রিকার ঠিকানায় একটি কবিতা পাঠিয়ে দিলেন। 'বর্ষার আনন্দ'। পরের সংখ্যায় নিজের নাম দেখে শিহরিত হলেন কবি। নিজের নামটি যেনো অচেনা মনে হচ্ছিল। এরপর থেকে 'পাক্ষিক হিতকরী'তে নিয়মিত লেখা বের হতে লাগল। ভূঞাপুর কলেজের প্রভাষক প্রদীপ কুমার মজুমদার আদর করে কবিসা'ব বলে ডাকতেন। আগেই বলেছি অসম্ভব লাজুক ছিলেন কবি– তাই পরিবারের কাউকে কোনো দিন বলেন নি এসব কথা।

www.pathagar.com

কবির বিবাহ

উল্লেখ্য এই সময় কবির বিয়ে হয়ে যায়। কবির বিয়ের ঘটনাটা বেশ মজার.... মেঝো চাচার মেয়ে রওশনআরার সঙ্গে বিয়ে হয় কবির। মোজাফফর আলী খাঁর অনেক আগে থেকেই ইচ্ছা ছিল যে তিনি পান্নার সাথে রওশন আরার বিয়ে দেবেন। একদিন পান্নাকেই বল্লেন কথাটা।' পান্না তুই রওশনকে বিয়ে করলে তোর নামে তিন বিঘা জমি লিখে দেব। লজ্জায় যেনো মরে গেলো পান্না। ছি: ছি: এসব কি কথা। দাদার সাথে আর দেখা যেনো না হয়। তাই পালিয়ে পালিয়ে থাকে। এভাবেই কিছু দিন চলতে থাকে। কবির মা ও একদিন কবিকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। "তুই রাজি হয়ে যা বাবা।" কিন্তু কিছুতেই কবি রাজী হন না। ইতোমধ্যে দাদা মারা যান। এর কিছু দিন পরই রওশন আরার অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। আর ঠিক তখনই কবির মনটা বদলে যায়। কথাটা কবি তার এক দুলাভাইকে বলেন দুলাভাই-এর মধ্যস্ততায় চাচাত বোন রওশন আরার সথেই তার বিয়ে হয়। তবে দাদার প্রতিশ্রুতি তিন বিঘা জমি কিন্তু তিনি পান নি। কে দেবে তাকে জমি? দাদাই তো নেই।

করটিয়া সা'দত কলেজ : ১৯৬৫ সালে কবি আব্দুল হালীম খাঁ করটিয়া সা'দত কলেজে ভর্তি হন। দিগন্তের দরজা খুলে যায় তার সামনে। অনেক বই অনেক পত্রিকার সাথে পরিচিত হন এই সময়। ঢাকা থেকে অগ্রদূত নামে বয়স্কাউটদের একটা পত্রিকা বের হতো কবি তার লেখক এবং গ্রাহক হন। সিরাজগঞ্জের 'যমুনা' পাবনার মাসিক পাবনা ঢাকা'র পাকিস্তানী খবর, খেলাঘর আরো অনেক পত্রিকার লেখক এবং গ্রাহক হন তিনি।

১৯৬৭ সালে কবি বি.এ. পাশ করেন। ১৯৬৫ থেকে ৬৭ এই দুই বছরে সাহিত্য জগতে কবি বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়ে যান।

বি.এ পাশ করার পর পরই ১৯৬৭ সালে ফেব্রুয়ারীতে মধুপুরের একটা 'আপগ্রেড হাইস্কুলে কবির চাকুরী হয় প্রধান শিক্ষক পদে। এই সময় কবি যেন সব্যসাচী হয়ে যান। মাসিক অগ্রদূত মাসিক যমুনা, মাসিক পাবনা শিক্ষক সুহৃদ, সাপ্তাহিক পাকিস্তানী খবর সাপ্তাহিক আমোদ, দৈনিক আজাদ, মাসিক খেলাঘর, মাসিক নবারুণ, মাসিক মেঘনা প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতে থাকেন। সাহিত্যাংগনে তার আসনটি পাকাপোক্ত হয়ে যায় এই সময়েই।

১৯৬৭ সালের আগস্টে কবি ভারই হাইস্কুলে যোগদান করেন। দুর্বার গতিতে পেতে থাকে কবির সাহিত্য সাধনা। ১৯৬৯-৭০ সালে মোমেনশাহী বি.এড.

www.pathagar.com

ট্রেনিংয়ে যান। উপরে উল্লেখিত পত্রিকা ছাড়াও এ সময়ে মাসিক ময়ূরপঙ্খী, মাসিক সম্পান, মাসিক সবুজ পাতা, দৈনিক পাকিস্তান, মাসিক আবির্ভাব, মাসিক শিখা (প:ব:) মাসিক রেনেসাঁ (প:ব:) মাসিক প্রতিচ্ছবি (প:ব:) কাফেলা আরও অনেক পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশ হতে থাকে। পার্শ্ববর্তী দেশে ছড়িয়ে পরে তার সুনাম তার যশ।

বি.এড. ট্রেনিং-এর পর ১৯৭১ সালে কবি ভারই হাইস্কুল থেকে গাবসারা হাইস্কুলে চলে আসেন সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে। এ সময় সাপ্তাহিক জাহানে নও, টাঙ্গাইল সমাচার সহ আরো বেশকিছু পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতে থাকেন।

১৯৮০ সালে ১লা জানুয়ারী চলে যান টাঙ্গাইল আদর্শ বিদ্যালয়ে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত টাঙ্গাইলেই থাকেন।

১৯৮৫ সালে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন বাগবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ে। আর এখান থেকেই ২০০২ সালের মে মাসে কর্ম জীবনের অবসর নেন। ভুল হলো কর্ম জীবন না তার চাকুরী (বন্দী) জীবনের অবসর নেন। এরপর নিরবচ্ছিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৮০ সাল থেকেই শুরু হয় তার প্রচণ্ড ব্যস্ততা। ইতোমধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৭০ সালেই 'প্রান্তর' নামে একটি 'কবিতা পত্রিকা' প্রকাশ করেন।

১৯৮২ সালে কবি আব্দুল হালীম খাঁ'র সম্পাদনায় ভূঞাপুর থেকে 'মাসিক রেনেসাঁ' প্রকাশিত হয়। এরপর মাসিক প্রতিভা, পাক্ষিক ভূঞাপুর বার্তা নিয়মিত সম্পাদনা করেন। কবির উদ্যোগে ভূঞাপুরে অনেক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপরে উল্লেখিত পত্রিকা ছাড়াও এ সময়ে তিনি মাসিক আল ইসলাহ, অগ্রপথিক, আত তাওহিদ আল হক, দ্বীন দুনিয়া, শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া আল ফারুক, মদীনা, নতুন কলম, কিশোর কণ্ঠ, ফুলকুঁড়ি।

ত্রৈমাসিক কলম, সীমান্ত আল আহসান- সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, সোনার বাংলা ঝয়কার, মৌবাজার, নবঅভিযান, পূর্বাকাশ দৈনিক, আল মুজাদ্দেদ, সংগ্রাম, এসব ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের প্রায় ডজন খানেক পত্রিকায় কবি এই সময় নিয়মিত লেখেন।

www.pathagar.com

তার লেখার মধ্যে একটা বিশেষ বিষয় ছিল অন্যকে তুলে ধরা, ছোট বড় অনেক লেখকদের পাঠকদের সামনে তিনি এমন সরস উপস্থাপনা করেছেন যে কোনো ব্যক্তি তার সেই লেখাটি পড়বে। চমৎকৃত এবং যাকে কিংবা যার লেখা নিয়ে তিনি লিখেছেন তার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা ও তাকে আরো জানার জন্য কৌতুহল সৃষ্টি হবেই যেমন আমি অনেক লেখক, কবিকে চিনেছি জেনেছি কবি আব্দুল হালীম খাঁর লেখা পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি কবি লায়লা ইউসুফ এবং খ্যতিমান ব্যক্তিত্ব রাগিব হোসেন বোধ হয় আমার কাছে অচেনাই থেকে যেতেন।

১. কবি লায়লা ইউসুফ ও তার কবিতা।

২. ঠোঁটের ভাষায় কবিতা 'আন্দোলনে কবি লায়লা রাগিব (ইউসুফ)।

৩. কবি লায়লা রাগিওবের কবিতা।

৪. সিলেটে সাহিত্য আন্দোলন ও রাগিব হোসেন।

৫. আমাদের তরুণ কবি সাহিত্যিকদের পথিকৃত রাগিব হোসেন চৌধুরী।

৬. রোকেয়া ভাবী কেমন আছেন : আধুনিক বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র ধারা।

৭. রাগিব হোসেন চৌধুরী মুক্তির ময়দানে কখনো নিরব নয়।

উপরোক্ত শিরোণামের লেকাগুলো না পড়লে রাগিব হোসেন চৌধুরী এবং লায়লা রাগিবের মতো গুণী দম্পতির পরিচিতি থেকে আমার মতো অনেকেই মাহরুম থেকে যেতো। এমনি ভাবে।

৮. 'ভাটির নওয়ারা'র কবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম।

৯. ঐতিহ্য চেতনায় কবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম।

১০. জাতীয় আদার্শ ও ঐতিহ্য চেতনায় কবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম।

১১. করটিয়ায় কবি তালিব হোসেন।

১২. কবি তালিব হোসেনের বাড়িতে একদিন।

১৩. প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর জীবন ও সাহিত্য সাধনায়।

১৪. প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর জীবন দর্শন।

১৫. একটি অভিনব উপহার (ইবরাহীম খাঁ)।

www.pathagar.com

১৬. জনমানুষের বন্ধু, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ।

১৭. 'তুমি' এর সাধ ইবরাহীম খাঁ।

১৮. ইবরাহীম খাঁর খাবার।

১৯. বড়দের ছোট বেলার কথা : ইবরাহীম খাঁ।

২০. রূপ কথার রাজ কুমার : প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ।

২১. ভূঞাপুর ও ইববরাহীম খা।

২২. আগুনের মানুষ : শিরাজী।

২৩. খাঁচার পাখি ছেড়ে দিলেন : শিরাজী।

২৪. বড়দের ছোট বেলার কথা : ইসমাইল হোসেন শিরাজী।

২৫. অথল প্রবাহে কবি : শিরাজী।

২৬. জাগরণের কবি শিরাজী।

প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ এবং ইসমাইল হোসেন শিরাজীর মতো পথিকৃতদের কবি আব্দুল হালীম খাঁ যেনো নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে। এই কাজটি যে কত বড় মাপের কাজ তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না।

২৭. বড়দের ছোটবেলার কথা জসীমউদ্দিন।

২৮. বড়দের ছোট বেলার কথা কাজী নজরুল ইসলাম।

২৯. জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

৩০. বড়দের ছোট বেলার কথা : ড: মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

৩১. মুহাম্মাদ নূরুল হক ও আমি।

৩২. কবি আব্দুস সাত্তারের সাথে একদিন।

৩৩. জাতীয় দিশারী কবি ফররুখ।

৩৪. আধুনিক বাংলা কবিতায় কবি আল মাহমুদ।

৩৫. কবি মতিউর রহমান মল্লিকের আবর্তিত তৃণলতা।

৩৬. কবি মোশররফ হোসেন খাঁন ও তার কবিতা।

৩৭. কবি মোজাফফর আলী তালুকদার ও তার কবিতা

www.pathagar.com

৩৮. কবি মোজাফফর আলী তালুকদার ও তার কাব্যসাহিত্য।

৩৯. পল্লি কবি আবুল কাশেম তালুকদার।

৪০. গল্পকার আব্দুল হামিদ খাঁন।

৪১. বিপ্লবী কবি– বেনজীর আহমাদ।

৪২. কবি নুরুল ইসলাম কাব্য বিনোদ ও তার কবিতা।

৪৩. কবি মতিউর রহমান বসনিয়া ও তার কাব্য সাহিত্য।

৪৪. কবি জয়নুল আবেদীন মাহবুব ও তার কবিতা।

৪৫. কবি শাহিদা বানু ও তার কাব্য, ভালোবাসা ভাল নয়।

৪৬. কবি তমসুর হোসেন ও তার কবিতা প্রসঙ্গে

৪৭. আবু ফাতেমা মুহাম্মাদ ইসহাক এর জীবন কাব্য।

৪৮. আবু ফাতেমা মুহাম্মাদ ইসহাক এর সাহিত্য সাধনা।

৪৯. দেওয়ান মুহাম্মাদ আজরফের জীবন দর্শন।

৫০. জাতীয় ঐতিহ্য চেতনায় কবি গোলাম মোস্তফা।

৫১. পল্লী কবি বন্দে আলী মিয়ার বাড়িতে একদিন।

৫২. জাতীয় জাগরণের কবি আসাদউদ্দোলা সিরাজী।

৫৩. জাতীয় জাগরণে মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম খাঁ।

৫৪. জাতীয় জাগরণে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।

৫৫. জাতীয় জাগরণে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী।

৫৬. সাহসী এক মাওলানা।

৫৭. রূপকথার রাজ কুমার মাওলানা আব্দুল জব্বার।

৫৮. নাসরিন সুলতানার কবিতার কথা।

৫৯. সোহরাব আলী ও তার উপন্যাস ভুলের পৃথিবী।

৬০. চট্টগ্রামে তিন দিন : মুহাম্মাদ জাফরউল্লাহ

৬১. মুকুল চৌধুরীর কবিতা : অস্পষ্ট বন্দর।

৬২. কবি সাজজাদ হোসাইন খাঁন ও তার ছড়া।

www.pathagar.com

৬৩. অন্তরঙ্গ আলোকে কবি জাহাঙ্গীর খান ইউসুফ।

৬৪. কবি মোজাম্মেল হক এর কবিতার কথা।

৬৫. সাধক কবি মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক।

৬৭. জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য চেতনায় দীপ্ত কবি মোজাম্মেল হক।

৬৮. কবি মাসুদা সুলতানা রুমীর কবিতার কথা।

৬৯. মানবতার জয় গানই কবি মাসুদা সুলতানা রুমীর কবিতার মূল সুর ও ছন্দ।

৭০. প্রসঙ্গ কথা : কবি মাসুদা সুলতানা রুমীর কবিতা

৭১. বকুল ফুলের সুবাস মাখা বোনের বাড়ি।

এমনি আরো অনেককে নিয়েই কবি আব্দুল হালীম খাঁ লিখেছেন। প্রবীণ গুণীজনদের পরিচয় করে দিয়েছেন নবীনদের সাথে। আর নবীনদের তুলে ধরেছেন সবার সামনে। এই যে নিঃস্বার্থ কাজ, গুণের কদর করা স্বীকৃতি দেওয়া এই গুণটি খুব কম মানুষেরই আছে। কবি আব্দুল হালীম খাঁকে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আয়ালা একটা বড় মাপের হৃদয় দান করেছেন। সে হৃদয়ে ছোট বড় সবার স্থান সংকুলান হয়। ভালোবাসায় পরিপূর্ণ সে হৃদয় খানি।

কারো উপকার করার সামান্য সুযোগ তিনি ছাড়েন না। তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু, ভাই-ভাতিজা, ভাইএর স্ত্রী থেকে শুরু করে পাড়া-প্রতিবেশী সহকর্মী সহযাত্রী, বন্ধু-বান্ধব এমন কি স্বল্প পরিচিত ব্যক্তি ও তার সম্পর্কে মন্তব্য করে– 'মানুষটা খুব ভালো।'

তার চরিত্রের একটা বিশেষ দিক কোনো ব্যাপারেই তিনি কাউকে বিরক্ত করেন না। তার নিজের ঘর, পড়ার টেবিল কাপড়-চোপড় নিজে গুছিয়ে রাখেন। এই ৬৫ বছর বয়সেও নিজের কাপড়-চোপড় নিজেই পরিস্কার করেন। এমন আত্মনির্ভরশীল মানুষ সচারচর নজরে পড়ে না। কবি আব্দুল হালীম খাঁ অতিরিক্ত প্রতিদানকারী মানুষ। কেউ তার জন্য সামান্য কিছু করলে তিনি বিরাট আকারে তার প্রতিদান এবং প্রশংসা করেন।

কবি আব্দুল হালীম খাঁ অত্যন্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তি। পরপর তিনটি সন্তানের অকাল মৃত্যুর পরও মহান আল্লাহর প্রতি কি অবিচল তাওয়াক্কুল। একেই বুঝি বলে ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা।

কবি আব্দুল হালীম খাঁ অত্যন্ত ব্যস্ত এবং দায়িত্বশীল এক ব্যক্তির নাম।

www.pathagar.com

তিনি –

১. সভাপতি- বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা। ভূঞাপুর উপজিলা।

২. সভাপতি- প্রেসক্লাব, ভূঞাপুর উপজিলা।

৩. সভাপতি- জাসাস, ভূঞাপুর উপজিলা জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা।

৪. সভাপতি- রেনেসাঁ সাহিত্য পরিষদ, ভূঞাপুর।

৫. সভাপতি- উত্তর টাঙ্গাই সাহিত্য পরিষদ, টাঙ্গাইল।

৬. সভাপতি- ইকরা পাঠাগার ফলদা টাঙ্গাইল।

৭. সভাপতি- বামনহাটা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা।

৮. সভাপতি- প্রভাকর ক্লাব, বামনহাটা ভূঞাপুর।

৯. সভাপতি- প্রতিবাদ বহুমুখী শিল্পী সংসদ।

১০. সম্পাদক- মাসিক প্রতিভা।

১১. পাক্ষিক - ভূঞাপুর বার্তা।

১২. সম্পাদক- মাসিক রেনেসাঁ।

১৩. সম্পাদক- প্রান্তর (কবিতা সংকলন)।

১৪. সম্পাদক- মাসিক বাতায়ন (বর্তমান)

১৫. উপদেষ্টা- গকিত সাহিত্য পরিষদ ভূঞাপুর।

১৬. আজীবন সদস্য- ইব্রাহীম খাঁ পাঠাগার।

১৭. সদস্য- বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা।

১৮. সভাপতি- ই. ফা. পাঠাগার ভূঞাপুর।

১৯. সভাপতি- ইফতিদায়ী মাদরাসা, বামনহাটা।

২০. সদস্য বামনহাটা মসজিদ কমিটি।

এতো দায়িত্ব পালনের পরও তিনি অবিরাম লিখছেন। কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী সাহিত্য সকল দিকেই কবির দক্ষতা আছে। তবে এর মধ্যে তার কবিতা অনন্য। কারো সাথেই তুলনা যোগ্য নয়। তার কবিতায় আছে একটা নিজস্ব স্টাইল। পড়লে নাম না দেখেই বলা যায় কবিতাটি কবি আব্দুল হালীম খাঁর।

প্রকাশিত গ্রন্থ– লেখা অনুপাতে কবি আব্দুল হালীম খাঁ'র প্রকাশিত গ্রন্থাদির স্বল্পতা আমাকে পীড়া দেয়।

www.pathagar.com

কাব্যগ্রন্থ: দাঁড়াও বাংলা দেশ–

i) বুকের মধ্যে প্রতিদিন

ii) আমি একটা যুদ্ধ চাই।

iii) আলোর পথে।

উপন্যাস : শাহজালালের জায়নামাজ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস–

i) খোদাও

ii) মোল্লা ওসবের দেশে

iii) দোলন

iv) স্বপ্ন দিয়ে গড়া

v) ঝিলাস নদীর তীরে

vi) কাশ্মিরের পথে প্রান্তরে

এ ছাড়া প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে–

i) আল কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক মাওলানা নঈমউদ্দীন।

ii) জনমানুষের বন্ধু প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ।

iii) ছোটদের ওমর ইবনে আবদুল আজিজ।

iv) হৃদয়ে যাদের সত্যের আলো।

v) ভূঞাপুরের ইতিহাস।

আরোও কয়েকটি

আমাদের উচিত তার সাহিত্য কর্মের যথাযথ মূল্যায়ন করা। আমাদের জন্য কবি আব্দুল হালীম খাঁ এক বিশেষ গৌরব আর সৌভাগ্যের প্রতীক। মহান আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা তাঁকে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন। তাঁর লেখার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধশালী করুন। তাঁর নিরলস কর্ম তৎপরতা ও পরোপকারী কর্মকাণ্ডের উত্তম যাজা দান করুন। আমীন।

সব কিছু স্বপ্ন মনে হয়

কিছুদিন থেকে আমার জীবনে কিছু আলোকিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সেসব ঘটনার উপর আমার কোনো হাত নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই, এসব চমকপ্রদ ঘটনা আমার জীবনে ঘটতে পারে তা আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনী।

www.pathagar.com

নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম তেমনি এক পরিবারেই বিয়ে। নামাজ রোজা দান খয়রাতে, কুরআন তেলাওয়াত আর শবেবরাত, শবে কদরের মধ্যেই যাদের ধর্ম সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহ পাক সামিল করে দিলেন ইসলামী আন্দোলনের এক বিপ্লবী কাফেলার সাথে। ইসলামের ওপর ছিল এক অদমা ভালোবাসা। কিন্তু জ্ঞান ছিল অস্পষ্ট অস্বচ্ছ। জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়েই সেই অস্পষ্ট-অস্বচ্ছতার নেকাব ধীরে ধীরে সরে গেলো চোখের ওপর থেকে, মনের ওপর থেকে।

নিজে যা বুঝেছি তা অপরকে বোঝানোর কাজে নিয়োজিত করলাম নিজেকে। কতোখানি করেছি কিংবা পেয়েছি তা জানি না। তবে আগে সংসার পরে সংগঠন না করে আগে সংগঠন তারপর সংসার করার চেষ্টাই আমি করেছি। এভাবেই চলছিল জীবন এ কাজেই তৃপ্ত ছিল মন। বাধা বিপত্তিও ছিল। দ্বন্দ্বে ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছিলাম জীবনের পথ ধরে।

চলার গতিতে হঠাৎ করে ছন্দ পতন ঘটল। ২০০১ সালের সাতই মার্চ। ১৪২১ হিজরীর ১০ই জিলহজ্ব। খবর পেলাম। গতকাল ইহরাম পরা অবস্থাতেই আব্বা হাজির হয়ে গেছেন তার রবের কাছে। খবরটা প্রথম বিশ্বাস হয়নি। তারপর ধীরে ধীরে বুঝলাম ঠিকই আছে। এর প্রস্তুতিই নিচ্ছিলেন আব্বা প্রায় এক বছর থেকে।

কিন্তু আমি যে একা হয়ে গেলাম। মা ভাই বোন স্বামী সন্তান সব আছে। তারপরও আমি যেনো একেবারে একা হয়ে গেলাম। আমার বাবা যে শুধু আমার বাবাই ছিলেন না– ছিলেন আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সুখ-দুঃখ পাওয়া না পাওয়া সব তার সাথে আমি শেয়ার করতাম।

আত্মীয়-স্বজন, রুকন, কর্মী বোনেরা সবাই বলতে লাগলেন, 'তুমি কতো বোঝ, তুমি ক্যান এতো শোকে কাতর হবে? তুমি ভেঙ্গে পড়লে তোমার মাকে কে বোঝাবে? তোমার ছোট ছোট বোনদের কে বোঝাবে? আমি শোকে পাথর। একদিন প্রাণ ভরে কাঁদতেও পারলাম না। তবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়ার উপরই আকর্ষণটা যেনো বেড়ে গেলো। মৃত্যুকে আগে যেমন খুব দূরের অচেনা কোনো ব্যাপার মনে হতো– ভয় লাগতো, তেমিন আর লাগে না। মরলেই আব্বার কাছে যাওয়া যাবে এমনি একটা ঘোরের মধ্যে কেটে গেলো ২০০২, ২০০৩ সাল।

একদিন 'মহিলা সাহাবী' বইটি খুলে পড়ছিলাম। উম্মে আয়মানের জীবনী পড়ে

www.pathagar.com

অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কান্নার অনেকগুলো কারণ ছিলো। ছয় বছরের এতিম এক শিশুর মা হারানোর ব্যাথা আমাকে যেমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, কৃতদাসী উম্মে আয়মানের সৌভাগ্য তার চেয়েও বেশি ঈর্ষান্বিত করেছিল আমাকে। আর এই কাহিনীর বর্ণনা কতোভাবে যে আমি শুনেছি– আর কতো যে চোখের পানি ফেলতে দেখেছি আমার প্রিয়তম আব্বাকে। এইসব আবেগ একত্রিত হয়ে আমাকে সারাদিন কাঁদালো। মনের আবেগে কাগজে আঁকি ঝুঁকি করতে করতে যেনো একটা কবিতাই হয়ে গেলো–

নও তুমি বিদুষী গুণবতী/ কিংবা সুন্দরী আহামরি/ তবুও এই চৌদ্দশ বছর পরে/ আমি তোমাকেই ঈর্ষা করি। আমি যদি হতাম তোমার কৃতদাসী/ কিংবা তোমার দাসীর দাসী, সেও তো ছিল সৌভাগ্য, আমার/ এই জীবন থেকে লক্ষগুণ বেশি। আমি মুগ্ধ হহি বিস্মিত হই/ ঈর্ষান্বিত হই ভেবে সেই কথা। যখন অসহায় শিশু নবী চেয়েছিল, সুখপানে তোমার/ নিয়ে বুক ভরা ব্যথা/ আর দু'হাত বাড়িয়ে তুমি, বুকে তুলে নিয়েছিলে তারে/ ললাট দিয়েছিলে চুমি স্নেহের পরশে বারে বারে/ জড়িয়ে ছিলো কণ্ঠে তোমার মুক্তা মালা সম কচি দু'টি হাত/ যেনো কৃষ্ণ রাতের বুকে পূর্ণ দুধ চাঁদ।

সৌভাগ্যের রাণী তুমি, মা ইমনাকে চিরনিদ্রায় রেখে/ ধন্য করলো বিশ্বনবী তোমায়, আম্মি আম্মি ডেকে। সৌভাগ্যবর্তী নারী ওগো, তোমার ঈর্ষা করি. ভক্তি করি, ভালোবাসি, করি সম্মান/ প্রিয়তম রাসূলের আম্মি তুমি। হে, উম্মে আয়মান।

কবিতাটির ছন্দগত, মানগত কিছু মূল্য আছে কিনা জানি না, তবে আমার রাসূল প্রেমের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। কাগজ টুকরা সব সময় আমার ব্যাগে রাখতাম। যখন তখন বের করে পড়তাম। অকারণেই কাঁদতাম।

একদিন আমার রুকন বোন নাসরিনের বাসয় কি এক কাজে গিয়েছিলাম। শুনেছি নাসরিন আপা পত্র পত্রিকায় লেখেন। তার বাসাতেই পরিচয় করিয়ে ছিলেন কবি দেওয়ান আজিজুর রহমানের সাথে। নাসরিন আপাকে মনে হয় কবিতাটি একদিন দেখিয়েছিলাম। নাসরিন আপা কবি দেওয়ান আজিজুর রহমানকে বল্লেন, 'খালুজি, রুমী আপা খুব কুন্দর কবিতা লেখে।" কবি সাহেব আমার কবিতা দেখতে চাইলেন। লজ্জা পেলাম। তারপর ব্যাগ থেকে লেখাটা বের করে কবি সাহেবের হাতে দিলাম। তিনি ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। নিয়ে গেলেন কবিতাটি। সেদিন ছিল খুব সম্ভব ২০০৩ সলের নবেম্বর মাসের

www.pathagar.com

কোনো একদিন। ২০০৪ এর জানুয়ারিতে আমার কাবিতা ছাপা হলো মাসিক সংস্কার পত্রিকায়। খুশিতে অভিভূত হয়ে গেলাম। কবি দেওয়ান আজিজুর রহমান আমার বাসায় আসলেন, অনেক উৎসাহ দিলেন। প্রশংসা করলেন। সিদ্ধান্ত নিলাম রাসূল (সা:)-কে নিয়ে একশত কবিতা লিখব। তারপর একটা কাব্যগ্রন্থ বের করব। সে বই-এর নাম হবে 'শত এক নামে ডাকি যে তোমায়।'

ইতোমধ্যেই পরিচয় হলো নওগাঁর আর এক স্বনামধন্য কবি। কবি মোজাম্মেল হকের সাথে।

আমার লেখক হয়ে উঠার পেছনে এই দুই কবির অবদান প্রথম সোপানের মতো। তারা অকৃত্রিম স্নেহে আমার লেখা সংশোধন করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাঠাতে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতিদান দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। আল্লাহপাক যেনো তাদের উত্তম যাযা দান করেন।

এই পর্যন্ত জীবন আমার স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। এরপর ঘটতে লাগলো সেই বিস্ময়কর ঘটনাগুলো। এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যদিয়ে, পরিচয় হলো টাঙ্গাইলের কবি, কবি আবদুল হালীম খাঁর সাথে। তিনি আমাকে বোন বল্লেন, আমারও তো বড় ভাই নেই। তিনি আমার বড় ভাই হলেন। যদ্দিও তিনি আমার আম্মার বয়সী। কিন্তু স্বভাবে চরিত্রে, কথাবার্তায় এমন কি চেহারায়ও যেনো অবিকল আমার আব্বার মতো। পরিচয়ের প্রায় ৬/৭ মাস পরে তার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ। না দেখে শুধু কবিতা পড়ে আর আমার নাম দেখেই নাকি তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। অবশ্য আমি মুগ্ধ হয়েছি তাকে দেখে। তার কথা শুনে মানুষের সাথে মানুষের এতো মিল হয় আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

ভাইয়া আমার বাসা থেকে ঘুরে যাওয়ার এক মাস পরে আমি তার বাসায় গেলাম। আমার জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে আর এক চমক। ওখানে যে দেখে সেই বলে "এ যে একদম ইতির মতো।" আমার ভাবী (কবি আবদুল হালীম খাঁর স্ত্রী) আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ইতি ভাইয়ার ছোট মেয়ের নাম। গত বছর মারা গেছে। বিয়ে দিয়েছিলেন। একটা ছেলেও আছে। ভাইয়ার বড় ছেলের বউ মমতা বলল, "ফুফু আম্মা আব্বা নওগাঁ থেকে আপনাকে দেখে এসে বলেছে নওগাঁয় আমি ইতিকে দেখে এসেছি। সেইদিন থেকে আপনাকে দেখার জন্য আমরা অস্থির হয়ে আছি। আপনাকে আমরা দেখার পর যদি সম্পর্ক হইত তাইলে মনে হয় বোন না বানাইয়া মেয়েই বানাইত।"

www.pathagar.com

ভাইয়া আমার বাসায় যখন এসেছিলেন তখন আমার অসমাপ্ত লেখা 'কিভাবে আমায়াতে এলাম' দেখেন। এই লেখাটি আমি অনেকদিন আগে মানে আব্বা থাকতে শুরু করেছিলাম। তারপর আব্বা চলে গেলেন জীবনের উপর দিয়ে যেনো ঘূর্নিঝড় বয়ে গেলো। আর লেখা হয়ে উঠেনি। জানি না ভাইয়ার নজরে কি করে পড়ল লেখাটি। ভাইয়া লেখাটি পড়ে অবাক হয়ে বলেন, 'মাসুদা তুমি এই লেখাটি শেষ করনি কেন?

আমি চুপ করে থাকলাম। ভাইয়া আবার বল্লেন, "তোমার সব লেখা বাদ দিয়ে এই লেখাটি শেষ করো।"

হাসিমুখে বল্লাম, 'তারপর?'

ভাইয়া বল্লেন, 'তারপর আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।' যা করার আমি করব। তোমার এ বইটি সংগঠনের বিরাট কাজে লাগবে। উল্লেখ্য, ভাইয়া জামায়াতের রুকন। ভাইয়ার এই পরিচয়ও আগে থেকে আমি জানতাম না, ভাইয়া এরমধ্যে আমাকে নিয়ে একটা, পর্যালোচনা লিখেছেন, ত্রমাসিক কলম, পত্রিকায় যাতে সাহিত্য মহলে আমার অন্য রকম একটা পরিচিতি এসেছে। আর আমার প্রেম ও আবেগ সর্বস্ব অপর কবিতাগুলো দিয়ে আমার আকাঙ্ক্ষার 'শত এক নামে ডাকি যে তোমায়' কাব্যগ্রন্থ খানিও বের করেছেন। সবই নিজ দায়িত্বে। তার সব লেখা কাজ বাদ দিয়ে আমাকে সাহিত্য মহলে প্রতিষ্ঠিত করাই যেনো তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে বার বার তাগিদ দিতে লাগলেন ঐ লেখাটির জন্য। বলতেন, মাসুদা তোমার ঐ বইটি চৌষট্টিটি জেলায় পৌছে যাবে। জামায়াতের নেতারা খুব পছন্দ করবে।" আরো কতো যে কথা। সত্যি কথা বলতে কি আমার ঠিক বিশ্বাস হতো না মনে হতো এমনি প্রশংসা একটু করে।

তারপর মাস খানেকের মধ্যে লেখাটি মোটামুটি শেষ করে দিলাম। লেখাটি ছাপা হলো 'চরমোনাইর পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে নিয়ে এলেন" নামে। ছাপা হলো কথাটা যতো সহজে লিখলাম তত সহজে হয়নি। ভাইয়াকে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে এর জন্য। প্রকাশক যখন রাজি হচ্ছিলেন না তখন নিজে টাকা দিয়ে বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন, এবং কাজ শুরু করার জন্য চার হাজার টাকাও দিয়ে আসেন। কম্পোজ করার পর প্রকাশক তৌহিদুর রহমান আব্দুল মান্নান তালিব সাহেবের হাতে দেন একটু দেখে দেওয়ার জন্য। এরপর তাদের মধ্যে কি কথা হয়েছে আমি জানি না।

www.pathagar.com

বদ্বীপ প্রকাশনী একবারেই পাঁচ হাজার কপি বই ছাপে। এই বইটির প্রশংসা করে বিভিন্ন পাঠক-পাঠিকা টেলিফোন করেন। একদিন সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব ফোন করে প্রশংসা করলেন, অনেক কথা বল্লেন। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম ঘটনার আকস্মিকতায়। এরপর আরও অনেকেই ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। হাফেজা আসমা খাতুন, সাইফুল্লাহ মানসুর, বায়েজিদ মাহমুদ, আরো অনেকেই। ঢাকার বাইরেও অনেকে ফোনে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমাকে। এরপর অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ফোন করলেন এমন এক ব্যক্তি যার নামটাও আমার কাছে তেমন পরিচিত ছিল না। কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমেদ সাহেব। মকবুল আহমেদ ভাই আমাকে সুলতানা আপা বলে সম্বোধন করেন। একদিন বল্লাম। ভাই আপনি আমাকে একটা আনকমন নামে ডাকেন। আমার খুব ভালো লাগে। ভাই বল্লেন, "আপনি যে আমার আনকমন বোন।" এ কেমন অযাচিত সম্মান আমি যেনো দিশেহারা হওয়ার মতো হয়ে গেলাম। আমার এই অচেনা মহান ব্যক্তিবর্গ আমার বড় প্রিয়জন হয়ে গেলেন। ফেব্রুয়ারি ২০০৭ এ জেদ্দা যাওয়ার আগে সাবেক আমীরে জামায়াত আমাকে দাওয়াত দিলেন। আমি অতি আপনজনের মতো পাঁচদিন বেড়িয়ে গেলাম তার বাসা থেকে। তরপর তার প্রস্তাবে পরামর্শে আগ্রহে আমি সপরিবারে ঢাকা চলে এলাম। এসে দেখি সংগঠনের নেতৃস্থানীয় প্রায় সবাই আমাকে চেনেন। ঐ বইটির সুবাদে যা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবই সবাইকে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা আমি তো এখন সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের শাশুড়ি আর সৈয়দা আফিফা আযমের মা। তারাই সবার কাছে আমার এই পরিচয় তুলে ধরেন।

এসব অলৌকিক ঘটনা নয় তো কি? ইতোমধ্যে আর এক ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয় হলো অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বাসাতেই। আকাশের চাঁদ যেমন মানুষে দেখে আর মুগ্ধ হয়। আপনজনের সাথে তুলনা করে। ভালোবাসে ঠিক তেমনিভাবে আমি তাকে টিভির পর্দায় দেখেছি। কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছি, শ্রদ্ধা, ভুক্তি ভালোবাসায় স্থান দিয়েছি হৃদয়ে। তার সম্পর্কে কেউ বিরূপ মন্তব্য করলে জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছি। আর মনে মনে বলেছি যাকে নিয়ে এতো ঝগড়া করলাম সে কোনোদিন জানবেও না চিনবেও না আমাকে। সেই মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সাথে। এরপর তিনি একদিন আমার বাসায় এলেন। আমার জীবনে এর চেয়ে অলৌকিক ঘটনা আর কি হতে পারে?

www.pathagar.com

শুধু কি পরিচয় আর বাসায় আসা? তিনি আমার বই আর আমার লেখার কতো যে প্রশংসা করলেন। তারপর একদিন তার গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন তার প্রতিষ্ঠিত পরিত্যক্ত শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রটি দেখানোর জন্য।

১৯৯২ সালে আমি নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় থাকি। এক গর্ভবতী পাগলি রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াত। কেউ চেনে না পাগলিকে। কেউ জানে না কোথা থেকে এসেছে। সেই পাগলির বাচ্চা হলো। ফুটফুটে একটি ছেলে। এক সুইপার ৩/৪ দিন বাচ্চাটিকে দেখাশোনা করল। তারপর খৃস্টান মিশনারীরা বাচ্চাটি নিয়ে গেলো। আমার কি যে খারাপ লাগলো। ঐ পর্যন্তই কিছুই করতে পারলাম না। মুসলমানের দেশে, মুসলমানের সমাজ থেকে আমাদের সবার সামনে থেকে বাচ্চাটা খৃস্টানরা নিয়ে গেলো। বাচ্চাটি বড় হয়ে খৃস্টান হবে। আমরা কি জবাব দেবো আল্লাহর কাছে? কয়েক দিন ভেবে ভেবে শুধু কষ্ট পেলাম আর কিছু না। আর একবার যশোর সদর হাসপাতালে তিন দিনের বাচ্চা রেখে পালিয়ে গেলো এক অসহায় মা। সে বাচ্চাটাও খৃস্টান মিশনারীরা নিয়ে গেলো। তখন থেকে শুধু ভাবতাম আমার যদি এমন সামর্থ্য থাকতো– আমি যদি পারতাম এই বাচ্চাগুলোর জন্য একটা আশ্রয় কেন্দ্র করতে।

আমার সেই স্বপ্ন সেই কল্পনার বাস্তব রূপ দেখে এলাম উত্তরার ৪ নং সেক্টরে।

মাঝে মাঝে আমার কাছে এই সবকিছু স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়। মনে হয় হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেলেই দেখতে পাব আমি সেই বদলগাছীতে। ব্যস্ত আছি সংগঠন আর সংসার নিয়ে। আর সুন্দর এটা স্বপ্ন দেখার তৃপ্তিতে ভরে আছে মন।

ভেঙ্গে যাবে না তো স্বপ্নটা আমার?

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখিকার প্রকাশিত বই সমূহ

০১. আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি
০২. দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
০৩. শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর
০৪. জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত
০৫. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
০৬. ভালোবাসা পেতে হলে
০৭. মহিমান্বিত তিনটি রাত
০৮. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান
০৯. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ তায়ালার জবাব
১০. চরমোনাই'র পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন
১১. কি শেখায় মহররম
১২. আমরা কেমন মুসলমান?
১৩. আপনি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবেন না কেন?
১৪. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
১৫. তাকওয়া অর্জনই হোক মুমীন জীবনের লক্ষ্য
১৬. কিছু সত্য বচন
১৭. নামাজ জান্নাতের চাবি
১৮. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে
১৯. আমার সিয়াম কবুল হবে কি?
২০. জান্নাতী দল কোনটি?
২১. বিদয়াতের বেড়াজালে ইবাদাত
২২. ভালোবাসা কি দিবস নির্ভর?
২৩. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-২
২৪. বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা
২৫. সুনামী উপন্যাস
২৬. সোনালী ডানা (কাব্য)
২৭. আমার পৃথিবী খুব সুন্দর (কাব্য)
২৮. শত এক নামে ডাকি যে তোমায়
২৯. হিরামন পাখি (ছোট গল্প)
৩০. স্বপ্নের বাড়ী (ছোট গল্প)
৩১. আমার অহংকার (কাব্য)
৩২. ঈমান ও আমল (প্রবন্ধ সংকলন)
৩৩. সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে
৩৪. নামের মাঝে লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়
৩৫. আল্লাহ তার নূরকে বিকশিত করবেনই
৩৬. স্বস্তির বাতিঘর
৩৭. আজ আমার মরতে যে নেই ভয়
৩৮. কবে আসবে সেই শুভ দিন
৩৯. শাফায়াত মিলবে কি?
৪০. নারী-পুরুষ পরস্পর বন্ধু ও সহযোগী
৪১. কাজের মাঝে নিজেকে খুঁজি
৪২. ডুবন্ত পুরুষ
৪৩. কিশোরী উম্মুল মুমেনীন
৪৪. আল কোরআনের গল্প শোন
৪৫. মৃত্যুর আগে ও পরে প্রিয়জনদের করণীয়
৪৬. স্বভাব হবে সুন্দর ও রুচিশীল
৪৭. রাসূল (সাঃ) আমার ভালবাসা
৪৮. রোদ জোসনায়
৪৯. অন্য রকম কষ্ট

www.pathagar.com